দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 SEP 2008
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

ঢাবিতে চাঁদাবাজির ঘটনায় ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সম্পৃক্ত ॥ হল প্রভোস্টের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক

হামলায় ছাত্রলীগ কর্মী আহত হওয়ায় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের চাঁদাবাজির ঘটনায় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতাদের সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার ছাত্রদলের কর্মীরা জগন্নাথ হলের এক ছাত্রলীগ কর্মীকে মারধর করেছে। বর্তমানে ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। চাঁদাবাজদের প্রভাবে এখনো জগন্নাথ হলের ১০ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। দাবি অনুযায়ী চাঁদা না দেয়ার জন্য গত তিন দিন ধরে ভবনটির নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গত বুধবার হল প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষকরা চাঁদা দাবিদার গ্রুপটির সঙ্গে কয়েকদফা বৈঠক করলেও তারা সমাধানে পৌঁছাতে পারেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ সাংবাদিকদের বলেন, বিষয়টি আমি শুনেছি। চাঁদা দাবিদার যেই হোক কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।(১৯শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবিতে চাঁদাবাজির ঘটনায়

(২০শ পৃঃ পর)

বিষয়টি তদন্ত করা হবে। চাঁদা দাবিদাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলে নিয়ম অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাইরের হলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হল প্রভোস্ট অধ্যাপক অজয় কুমার দাস বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। কিছু লোকের কারণে কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জগন্নাথ হলের চাঁদাবাজির ঘটনায় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির এক ডজন নেতা জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। অপরদিকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির শীর্ষ পদ থেকে শুরু করে অনেক নেতা এ ঘটনার মদদদাতা। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি ছাত্রলীগের মধ্যে থাকলেও পরে ছাত্রদল চাঁদার অংশীদার হয় বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার দুপুর দুইটার দিকে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সামনে জগন্নাথ হলের বাচ্চি নামের এক ছাত্রলীগ কর্মীকে মারধর করা হয়। জিয়া হলের ছাত্রদল কর্মী রোকনের নেতৃত্বে ১০/১২ জন ছাত্রলীগ কর্মী বাচ্চিকে মারধর করে। বাচ্চি সাংবাদিকদের জানান, রোকনের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। চাঁদাবাজির ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রোকনকে দিয়ে আমাকে মারধর করা হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বুধবার রাতে জগন্নাথ হল প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রলীগের বৈঠকে বাচ্চি চাঁদার বিপক্ষে কথা বলায় ছাত্রদলের কর্মীদের দিয়ে তাকে মারধর করানো হয়। ঐ বৈঠকের পর জগন্নাথ হলের ছাত্রলীগ দুইটি গ্রুপে বিভক্তি হয়ে পড়ে। এক পক্ষ চাঁদার পক্ষে থাকলেও অন্য পক্ষ চাঁদার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। এ নিয়ে হলে উত্তেজনা বিরাজ করছে। বুধবার রাত ১০টা দিকে এক ছাত্রলীগ নেতার [redacted] চাঁদার দাবিদারদের নিয়ে হল প্রভোস্ট অজয় কুমার দাস তার অফিসে বৈঠকে বসেন। বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কৃপা সিন্ধু ও জয়দেব নন্দী চাঁদা দিয়ে ভবন নির্মাণের বিরোধিতা করেন। এ সময় বাবলু, উৎপল ও দেবদাসের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ নেতারা প্রভোস্টের সামনেই জয়দেব নন্দীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। পরে হল প্রভোস্ট এক ঘণ্টার জন্য বৈঠক মুলতবি করেন। রাত ১১টায় আবার বৈঠক শুরু হয়। এ সময় চাঁদার দাবিদার অংশের নেতারা ঘোষণা দেন, হল শাখা ছাড়া অন্য শাখার নেতারা এ বৈঠকে অংশ নিতে পারবেন না। অপরদিকে কৃপা সিন্ধু ও জয়দেব নন্দী গ্রুপ চাঁদা ছাড়াই হল নির্মাণ করা হবে এমন ঘোষণা দিয়ে বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসে। এ নিয়ে হলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়।

হলের ১০ তলা ভবনটির নির্মাণের জন্য প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়। তবে প্রাথমিকভাবে পাঁচতলা ভবন নির্মাণের জন্য ১৬ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছিল। গত মঙ্গলবার বিকেলে ছাত্রলীগের জগন্নাথ হল ও অনুকূল হক হলের ১০/১২ জন ছাত্রলীগ কর্মী ঠিকাদারের কাছে সম্পূর্ণ টাকার দুইভাগ হারে মোট ৪০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। ঠিকাদার বিশাল অঙ্কের টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ছাত্রলীগ নেতারা কাজ করতে বাধা দেন। পরে তারা বিষয়টি হল প্রভোস্টকে অবহিত করেন। হলের পুকুরের পশ্চিম পাশে গত তিন মাস ধরে ভবনটির নির্মাণ কাজ চলছিল।